যুগান্তর

তারিখ ... 13 ... 2013
পৃষ্ঠা 4 ... কলাম ... 7

পুল শিক্ষকদের নিয়োগ দিন

> জনপ্রশাসন যদি জনপ্রয়োজন উপলব্ধি না করে, তাহলে প্রশাসন এমনিতেই অচল হয়ে পড়বে।

'শিক্ষা সুযোগ নয়, শিক্ষা অধিকার'। আর সেই অধিকারটি যাদের মাধ্যমে সুনিশ্চিত হয় তারা হলেন শিক্ষক। কিন্তু সেই শিক্ষকের অধিকার যদি সুনিশ্চিত না হয় তাহলে শিক্ষার অধিকার থেকে শুধু শিক্ষক নন, বঞ্চিত হয় পুরো জাতি। বর্তমান সরকার শিক্ষাকে অগ্রাধিকারের বিষয় বলে বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষাবান্ধব অনেক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক অর্জনের একটি হচ্ছে শিক্ষাবর্ষে যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছানো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করে শিক্ষকতার পেশাকে নিশ্চয়তার আওতায় আনা প্রভৃতি। সরকার গৃহীত এমন একটি সাধু উদ্যোগ শিক্ষক পুল গঠন। জানা গেছে, নানা ধরনের ছুটির কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক অনুপস্থিতি বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বিষয়টি জানতে পেরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য 'শিক্ষক পুল' গঠনের ঘোষণা দেন। সে অনুযায়ী একটি নিয়োগ পরীক্ষা থেকে ১৫ হাজার ১৯ জনকে মনোনীতও করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর এই গণমুখী সিদ্ধান্তটি এখন অনিশ্চয়তার সম্মুখীন আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বহুমুখী প্রস্তাব ও পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু বারবারই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আপত্তিতে উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। এমনকি এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় হয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট ফাইলে স্বাক্ষর করার পরও। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জানায়, কোনো ধরনের আইনি বিধিমালা বা নীতিমালা না করেই সরকার ওই পুলটি গঠন করে। পুল গঠনের পূর্ব দৃষ্টান্ত না থাকায় তারা আপত্তি জানাচ্ছেন। তাদের আপত্তিকে আমলে নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পুলের পরিবর্তে ১০ ভাগ লিভ রিজার্ভ (ছুটিজনিত সংরক্ষণ) পদ সৃষ্টির একটি বিকল্প প্রস্তাবনা পাঠানো হয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে। এ প্রস্তাবের সঙ্গে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ঐকমত্য ও অনুমোদন ছিল। কিন্তু এ প্রস্তাবও ফেরত পাঠানো হয়েছে ক্যাডার সার্ভিসের বাইরে এ ধরনের রিজার্ভ পদ সৃষ্টির বিষয়ে দ্বিমত জানিয়ে। আমলাতান্ত্রিক এই প্রতিবন্ধকতায় অনিশ্চিত এক অবস্থায় দিন যাপন করছেন পুলভুক্ত শিক্ষকরা।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে দেশে বিদ্যমান বাস্তবতা হচ্ছে, বর্তমানে ৩৭ হাজার ৬৭২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ লাখ ৮০ হাজার সহকারী শিক্ষক রয়েছেন। জাতীয়করণের পর আরও প্রায় ২৮ হাজার বিদ্যালয়ের লক্ষাধিক শিক্ষক যুক্ত হয়েছেন এ তালিকায়। এ কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শূন্য পদের সংখ্যা বর্তমানের চেয়ে আরও বাড়বে। এ বাস্তবতাকে স্বীকার করেই প্রধানমন্ত্রী গণমুখী 'পুল শিক্ষক' নিয়োগের সিদ্ধান্তটি নেন। কথায় বলে, গরজ বড় বালাই— প্রয়োজনই আবিষ্কারের প্রসূতি। এসব প্রবাদবাক্য অবশ্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে আইনি পুঁথি হাতে করিৎকর্মা আমলাদের উপলব্ধি করার সুযোগ নেই। তারা আইনি প্রক্রিয়ায় 'জনসেবা' প্রদানে পারঙ্গম। দেশের বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত তরুণ বেকার। তারা নিয়োগ পরীক্ষা দিতে দিতে চাকরির বয়স পার করে দিচ্ছেন, অথচ ভাগ্যে চাকরির শিকা ছিঁড়ছে না। তাদের দীর্ঘশ্বাসের সামান্য অংশও যদি 'আইন রক্ষক' আমলাদের কানে প্রবেশ করত, তাহলে তারাও বিষয়টি বাস্তবতার নিরিখে উপলব্ধি করতেন। এ ক্ষেত্রে সেটি ঘটছে না বলেই আমাদের ধারণা। জনপ্রশাসন যদি জনপ্রয়োজন উপলব্ধি না করে, তাহলে প্রশাসন এমনিতেই অচল হয়ে পড়বে। এটি কেবল ১৫ হাজার ১৯ জন পুল শিক্ষকের চাকরির বিষয় নয়— এর সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকারের প্রশ্ন জড়িত। আমরা আশা করব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ দেশের শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে পুলভুক্ত শিক্ষকদের নিয়োগের ব্যবস্থা নেবে এবং ভবিষ্যতে আরও বেকার যুবককে শিক্ষকতার পেশায় আসার পথ সুগম করবে।